ত্রৈমাসিক

দুদক দর্পণ

২য় বর্ষ ● ৫ম সংখ্যা ● অক্টোবর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ ● কার্তিক ১৪২০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

দুর্নীতি মানব সভ্যতার প্রাচীনতম অপরাধগুলোর মধ্যে অন্যতম। আইনের শাসনের শুরু থেকেই দুর্নীতি ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও দুর্নীতির প্রকোপ রয়েছে। দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ, জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধনের জন্য রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা, প্রকল্প ও কর্মসূচীর পরিপূর্ণ সুফল থেকে দুর্নীতির কারণেই দেশের মানুষ অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে কমিশন আইনের তফসিলে উল্লেখিত দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ সমূহের অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে দোষীদের আইনের মুখোমুখি দাঁড় করানো। শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কমিশন মহান এই দায়িত্ব অবিরতভাবে পালন করে যাচ্ছে। প্রায় ১৫ কোটি জনসংখ্যার দেশে ১০৭৩ জনবল দিয়ে আশানুরুপ ফল পাওয়া সত্যিই কষ্টসাধ্য। পৃথিবীর যে সকল দেশে একসময় দুর্নীতির ব্যাপক প্রকোপ ছিল কিন্তু বর্তমানে সে সকল দেশের দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তাদের সফলতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কঠোর আইনের নিখুঁত প্রয়োগ ও বিচার বিভাগের দুর্নীতি বিরোধী দৃঢ় অবস্থানের সুসমন্বয়ের ফলেই দুর্নীতির অভিশাপ থেকে ঐ সকল দেশ আজ মুক্ত।

দুর্নীতি দমনে দেশের নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, সংসদ, রাজনীতিবিদ, গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকলকেই সমন্বিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক ও আইনী সংগ্রামে অবিচল থাকতে চায়। কমিশন প্রতিষ্ঠানলগ্ন থেকেই তফসিলভূক্ত যে কোনো ধরনের দুর্নীতির তথ্যবহুল অভিযোগ পেলেই অনুসন্ধান বা তদন্ত করেই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যমান আইন, দালিলিক প্রমাণাদি এবং অপরাধের ব্যাপকতা আমলে নিয়েই অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কোন প্রকার অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হয়ে কমিশন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো পরিচয়কে কমিশন কখনই বিবেচনায় নেয়না। কমিশন আইন প্রয়োগে দৃঢ় অবস্থান অব্যাহত রাখবে। পরিশেষে দেশের সকল স্তরের মানুষের নিকট উদাত্ত আহবান আমরা সবাই মিলে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে সামিল হই।

ত্রৈমাসিক

দুদক দর্পণ

২য় বর্ষ ● ৫ম সংখ্যা ● অক্টোবর/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ ● কার্তিক ১৪২০ বঙ্গাব্দ

উপদেষ্টা সম্পাদক
ড. মো: শামসুল আরেফিন

সম্পাদনা কমিটির সদস্য
আবদুলস্নাহ-আল-জাহিদ
মোহাঃ আবুল হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য

যোগাযোগ
নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন,প্রধান কার্যালয়
১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৫৩০০৪-৮
ই-মেইল : info@acc.org.bd
ওয়েব সাইট

http://www.acc.org.bd	

এ সংখ্যায় যা যা রয়েছে ঃ

- **দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা**
- **প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম**
- **কমিশনের গুরন্নত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ**
- **নিয়োগ ও বদলী**
- **তিরস্কার/শাস্তি**
- **দায়েরকৃত উলেস্নখযোগ্য কয়েকটি মামলা ও চার্জশীট**
- **আইন-আদালত**

দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে রংপুর জেলা পরিষদ কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে দুর্নীতি দমন কমিশন ও আরপিআরস এর যৌথ উদ্যোগে "দুর্নীতি প্রতিরোধ" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। রংপুরের জেলা প্রশাসক জনাব ফরিদ আহাম্মদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মো: বদ্দিউজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের মহাপরিচালক ড. মো: শামসুল আরেফিন, বিভাগীয় কমিশনার মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্ত, পুলিশের ডিআইজি জনাব মো: ইকবাল বাহার, পিপিএম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের পরিচালক আব্দুর রব নকীব, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, এনজিও কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পেশার নারী-পুরুষ মিলে প্রায় ৫০০ জন। অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন জার্মান ডেভেলমেন্ট কো-অপারেশন (জিআইজেড) এর উপদেষ্টা টিম ফানমুলার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কমিশনের চেয়ারম্যান মো: বদিউজ্জামান বলেন, শুধু আইন দিয়ে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব নয়। তার জন্য দরকার ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সকলকে সাথে নিয়ে সমাজ থেকে দুর্নীতি কমানো সম্ভব। তিনি আরও বলেন, জিআইজেড এর কারিগরি সহায়তায় দুর্নীতি দমন কমিশন রংপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিং ও কুমিল্লাসহ মোট ৫টি জেলাকে পাইলট কর্ম এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে দুর্নীতি প্রতিরোধে বছর জুড়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচীর উল্লেখ করেন। তিনি জেলার দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিকে যথাযথভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন এবং সততা সংঘের গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরেন। দুর্নীতি একদিনে এই পর্যায়ে আসেনি এবং দ্রুত তা নির্মূল করাও সম্ভব নয়। সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা গেলে দুর্নীতি সহনীয় পর্যায়ে আসবে। দারিদ্র বিমোচন এবং উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। কাজেই দুর্নীতি প্রতিরোধ আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি সমূহ আমাদের সহায়তা করছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে মিডিয়ার ভূমিকা অপরিসীম। হলমার্কসহ আমাদের অনেক অনুসন্ধানের তথ্য এসেছে মিডিয়া থেকে কাজেই দুর্নীতি প্রতিরোধেও মিডিয়াকে অগ্রণী ভূমিকা পালনে আহবান জানান।

সভাশেষে শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মো: বদিউজ্জামান। সবশেষে আয়োজন করা হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য ও ধারনা তুলে ধরে পালাগান পরিবেশন করে কুড়িগ্রাম জেলার পাইকেরছড়া ইউনিয়ন ফেডারেশনের শিল্পীবৃন্দ। গীতিনাট্য ও একক সংগীত পরিবেশন করেন রংপুর বেতার ও স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ।

রংপুর বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মো: বদিউজ্জামান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ ।

৪ সেপ্টেম্বর সিলেটের সার্কিট হাউস মিলনায়তনে সিলেট জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সিলেটের সকল উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির যৌথ উদ্যোগে দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার মো: সাহাবুদ্দিন চুপ্‌পু ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব সাহাবুদ্দিন বলেন কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরও বেগবান করবে। তিনি আরও বলেন প্রতিরোধ কার্যক্রমে অর্থের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এ বিষয়টিও কমিশনের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। সততা সংঘের সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন নতুন প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে কাজ করতে হবে। এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের সিলেট বিভাগীয় পরিচালক নিরু শামসুন্নাহার, সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো: জালাল উদ্দিন আহমেদ ও কমিশনার তদন্তের একান্ত সচিব কাজী মো: আবু তাহের প্রমূখ।

সিলেট বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার মো: সাহাবুদ্দিন চুপ্‌পু ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

প্রশিক্ষণ/সেমিনার সংক্রান্ত কার্যক্রম

২৬-২৭ আগষ্ট দুইদিন ব্যাপী ঢাকার রুপসী বাংলা হোটেলে "Multi-Agency Training Program on Asset Recovery" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মো: বদিউজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব এম মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. আতিউর রহমান, অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম, দুদক কমিশনার মো: সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ, কমিশনের সচিব মো: ফয়জুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী বলেন, দুর্নীতিপরায়ণদের পাচার করা অর্থ বিদেশ থেকে ফেরত এনে দুর্নীতি দমন কমিশন তার ভাবমূর্তি উজ্জল করতে পারে। একই সঙ্গে এ সংস্থা নিজেকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করতে পারে। বিদেশ থেকে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনায় তিনি দুদককে অভিনন্দন জানান।

সভাপতির ভাষণে কমিশনের চেয়ারম্যান মো: বদিউজ্জামান বলেন দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুযায়ী বিদেশে পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় আইনী সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা ছাড়াও প্রশিক্ষনার্থী হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট, পুলিশের সি আই ডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নির্ধারিত কর্মকর্তারা। দেশী বিদেশী অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক জিয়াউদ্দিন আহমেদ প্রশিক্ষন কর্মসূচির সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২৭ আগষ্ট 'পাচার করা সম্পদ উদ্ধার' বিষয়ে দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারম্যান মো: বদিউজ্জামান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার শফিক আহমেদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্ণী জেনারেল মাহবুবে আলম, কমিশনার মো: সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ, সচিব মো: ফয়জুর রহমান চৌধুরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন আইনি জটিলতা কাটিয়ে বিদেশ থেকে আমরা টাকা ফেরত আনতে সক্ষম হয়েছি। এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন আইনমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। একই অনুষ্ঠানে পাচারকৃত অর্থের একটি প্রতীকী চেক কমিশনের চেয়ারম্যান মো: বদিউজ্জামান এর নিকট হস্তান্তর করেন এটর্ণী জেনারেল মাহবুবে আলম।

বিদেশে প্রশিক্ষণ/সেমিনার

দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার জনাব মো: সাহাবুদ্দিন ২০১৩ সালের ২৯ জুলাই হতে ০২ আগষ্ট পর্যন্ত চীনে অনুষ্ঠিত "Visit to Hong Kong for meeting with ICAC officials" সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় কমিশনার জনাব ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ ২০১৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর হতে ২৫ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত Attend to the IGC Growth Week সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। মহাপরিচালক জনাব জিয়াউদ্দিন আহমদ ২০১৩ সালের ৩ জুলাই হতে ৫ জুলাই পর্যন্ত থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত "4th Global Focal Point Conference on Asset Recovery" শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। পরিচালক মো: মনিরুজ্জামান ২০১৩ সালের ২৮ আগষ্ট হতে ৩০ আগষ্ট পর্যন্ত কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত APG workshop on Revised Financial AScTion Task Force(FATF) standards/New Assessment Methodology সেমিনারে অংশগ্রহন করেন। উপপরিচালক জনাব গোলাম শাহরিয়ার চৌধুরী ২০১৩ সালের ৪জুলাই হতে ১৩ জুলাই পর্যন্ত অস্ট্রিয়ায় অনুষ্ঠিত Training Course on International Anti-Corruption Summer Academy (IACSA) সেমিনারে অংশগ্রহন করেন এবং উপপরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য ১১ সেপ্টেম্বর হতে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিংগাপুর অনুষ্ঠিত " Singapore's Anti-Corription Straegy Course" সেমিনারে অংশগ্রহন করেন।

কমিশনের গুরন্নত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত্ব ও উদ্যোগ

- দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তাদের Perfomance মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির Software সংরক্ষণ করা।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় বগুড়া হতে রাজশাহী মহানগরীতে স্থানান্তর করা।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে আরো ২ টি কার্যালয়সহ সর্বমোট ৬৬টি কার্যালয় স্থাপনের বিষয়ে সাংগঠনিক কাঠামো পুর্নগঠনের প্রক্রিয়া শুরু।
- চলতি কোয়ার্টারে বাংলাদেশ সরকার ও জার্মান সরকারের যৌথ উদ্যোগে আইন মন্ত্রণালয় ও দুদকের কার্যক্রমে অনুকুল পরিবর্তন আনয়নের লক্ষে জার্মান সরকারের অনুদানে Justice Reform and Corruption Prevention Project (JRCP) প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ড. মো: শামসুল আরেফিন, মহা-পরিচালক (প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা), দুর্নীতি দমন কমিশন এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক হলেন আব্দুর রব নকীব, পরিচালক (প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা), দুর্নীতি দমন কমিশন।

- দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের ফলে এ্যাটর্ণী জেনারেল কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রথমবারের মত পাচারকৃত প্রায় ২১ কোটি টাকা দেশে ফেরত আনতে সক্ষম হয়েছে। UNCAC এর আওতায় এটি বাংলাদেশের প্রথম "Stolen Asset Recovery".

নিয়োগ ও বদলী

মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে দুদকের কমিশনার মো: বদিউজ্জামান গত ২৪ জুন, ২০১৩ তারিখে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং ২৭ জুন, ২০১৩ খ্রি: তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

মো: বদিউজ্জামান

মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে গত ২৭জুন, ২০১৩ খ্রি: তারিখে ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

জুলাই/১৩-সেপ্টেম্বর/১৩ সময়ের মধ্যে কমিশনের বিভিন্ন কার্যালয়ে সাঁট লিপিকার-০৫ জন, স্টেনোগ্রাফার পদে-১৩ জন, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর- ৪১ জন, ক্যাশিয়ার- ০১ জন, অভ্যর্থনাকারী কাম টেলিফোন অপারেটর -০২ জন, গাড়ী চালক-০৩ জন, নিরাপত্তারক্ষী-০২জন এবং এমএলএস পদে ০২ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। একই সময়ে ০১ জন কর্মকর্তা এবং ০১ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের বিভিন্ন পদের মোট ৭১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জনস্বার্থে বদলী করা হয়েছে।

তিরস্কার/শাস্তি

জুলাই/১৩-সেপ্টেম্বর/১৩ সময়ের মধ্যে ২ জন কর্মচারীকে চাকুরী হতে অপসারণ এবং ২জন কর্মচারীকে বাধ্যতামুলক অবসর প্রদান করা হয়েছে।

অনুসন্ধান ও তদন্ত্ব কার্যক্রম (জুলাই/১৩-সেপ্টেম্বর/১৩)

অভিযোগ অনুসন্ধানের অনুমোদন	৩৭২ টি
সম্পদ বিবরণীর নোটিশ জারী	১৭টি
মামলা দায়েরের অনুমোদন	৯৯টি
চার্জশীট দায়েরের অনুমোদন	১২৯ টি
ফাইনাল রিপোর্ট	১২২টি

দায়েরকৃত উলেস্নখযোগ্য কয়েকটি মামলা

ক্রমিক নং	অভিয়োগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	মোঃ ফারুক, অতিরিক্ত ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্রগ্রাম ও অন্যান্য ৪ জন ।	চট্রগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এল এ কেস নং-০৫/২০১০-১১ এ এশিয়ান ওমেন ইউনিভার্সিটির জন্য জায়গা অধিগ্রহনে পরস্পর যোগসাজশে অধিগ্রহণকৃত টিলা জায়গাকে ভিটি জায়গা হিসাবে দেখিয়ে ৭৮,১০,৫৫১/-টাকা অতিরিক্ত গ্রহন ও প্রদান করে আত্মসাত ।
২	মোঃ মাহবুবুল হক, সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক (২) মোঃ এমদাদুল হক সরকার, চেয়ারম্যান (৩) মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সাবেক পরিচালক (৪) মোঃ ফিরোজ ওয়াহিদ, সাবেক পরিচালক (৫) মোঃ মিজানুর রহমান, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (৬) মোঃ আব্দুস সামাদ, সাবেক ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, মহিলা শাখা, নারায়নগঞ্জ (৬) মোঃ সিরাজুল হক, সিনিয়র অফিসার, সোনালী ব্যাংক, মহিলা শাখা নারায়নগঞ্জ ।	এলসির মাধ্যমে ক্রয়কৃত সুতা ব্যাংকের আওতায় না নিয়ে আভ্যন্তরীণ বাজারে সুতা বিক্রয়ের সুযোগ দিয়ে ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত মূল ঋণের ১২,২০,৬৫,৪০৬/-টাকা আত্মসাত করার অপরাধ ।
৩	অতুল সরকার, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাজীপুর সদর, গাজীপুর, বর্তমানে-সিনিয়র সহকারী সচিব (ওএসডি), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও অন্যান্য ৯ জন । (৩টি মামলা)	গাজীপুর জেলার ১৮৫টি দাগে প্রায় ৪০০ একর খাস জমির খতিয়ান জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারের বেহাত করার অভিযোগ ।
৪	জনাব মো: আব্দুর রাজ্জাক, সাব-রেজিষ্ট্রার, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল	১,০২,৫০,০০০/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভুত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ
৫	জনাব এস ও এম কলিমুল্লাহ, ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রাক্তন সদস্য, বিটিসিএল ও অন্য ২০ জন ।	ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক পরস্পর যোগসাজশে বৈদেশিক ইনকামিং কলের কল মিনিট রেকর্ড না করে অথবা রেকর্ড মুছে দিয়ে কিংবা কল বাইপাস করে আগস্ট/২০০৯ হতে নভেম্বর/২০১২ সময়ের মধ্যে ৬০৭,৫৭,০১,৬০৯/- টাকা সরকারি রাজস্ব ক্ষতিসাধনপূর্বক আত্মসাত করার অভিযোগ ।

৬	মুফতী মো: ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, প্রিন্সিপাল আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসা, লালখানবাজার, চট্টগ্রাম	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করার অভিযোগ ।
৭	জনাব মো: শাহজাহান বাবুল, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এস বি গ্রুপ, ধানমন্ডি, ঢাকা ও অন্য ৫ জন ।	এসবি গ্রুপ কর্তৃক পেমেন্ট এগেনেস্ট ডকোমেন্ট-পিএডি এবং জমি মর্টগেজ সংক্রান্ত ঋণের সর্বমোট ২৮,৪১,৭৩,৩৯৩/-৪৮ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ।
৮	মনিলাল দাস, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম ও অন্য ৫ জন ।	২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১১-১২ অর্থ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের তেল আমদানী খাতের সর্বমোট ৪৭৪,৮১,৩৪,৮২০/-টাকার বিল পরিশোধের মাধ্যমে আত্মসাত ।
৯	মোঃ আবুল খায়ের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য ৬ জন ।	ক্ষমতার অপব্যবহার করে অপরাধজনক বিশ্বাস ভংগের মাধ্যমে কোন প্রকার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ পরীক্ষা না নিয়ে এবং কোন আবেদন ছাড়াই ২০১০ সনে ক্যাজুয়েল হিসাবে ঠিকাদারের অধীনে অস্থায়ীভাবে নিয়োজিতদের কোম্পানীর স্থায়ী পদে নিয়োগ প্রদান করার অভিযোগ ।
১০	মোঃ আনিসুজ্জামান, স্বত্ত্বাধিকারী, মেসার্স এনজেল এ্যাপারেলস, ১১৭, বিবি রোড, ৫ম ও ৬ষ্ট তলা, নারায়নগঞ্জ ও অন্যান্য ৮ জন ।	নিয়মনীতি লংঘন করে অসৎ উদ্দেশ্যে নিজেরা লাভবান হওয়ার জন্য অপরাধজনক বিশ্বাস ভংগ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ঋণের ২০,৬২,৯৩,৩৮১/-টাকা আত্মসাত করার অপরাধ ।
১১	জনাব এস এস এম মমিনুল হক, বাজার সুপারভাইজার, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ) ও তার স্ত্রী মিসেস আয়েশা আক্তার (রানু) ।	পরস্পর যোগসাজশে ১,৬২,৬৩,৫৭৪/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং ৫২,৪২,৭০৯/- টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদানের অভিযোগ ।

চার্জশীট দাখিলকৃত উলেস্নখযোগ্য কয়েকটি মামলা

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর ও তারিখ	অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	তেজগাঁও (ডিএমপি) থানা মামলা নং-২৮, তাং-২২/১০/২০০৮ইং, ধারা-দঃবিঃ ৪০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা ।	মোহাম্মদ হারুন আল রশিদ, প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, ৩৯৫-৩৯৭, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, ঢাকা ।	প্রাপ্যতার অতিরিক্ত তেল খরচের মাধ্যমে সরকারের ১৫,৮২,৩৫৮/-টাকার আর্থিক ক্ষতিসাধন করে লাভবান হওয়ার অভিযোগ ।
২	নেত্রকোণা থানা মামলা নং-২০, ২২ ও ২৩ তাং-১৮/১২/২০০২ ইং, ধারা-দঃ বিঃ ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/ ১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা । (০৩ টি মামলা)	জনাব এ কে এম ফজলুর রহমান, সাবেক হিসাব রক্ষণ অফিসার, নেত্রকোণা (বর্তমানে চাকুরীচ্যুত) ও অন্যান্য ৩ জন ।	জালিয়াতির মাধ্যমে ১০৩ টি চেকের মাধ্যমে সর্বমোট ৪,০৯,৫৯,৬৬৬/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ।
৩	সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ)) থানা মামলা নং-২৬, তাং-১৬/৭/১০ইং, ধারা- দঃবিঃ ৪০৯ ধারা ।	মোঃ আমীর হোসেন সরকার, সাবেক অধ্যক্ষ, সোনারগাঁও কাজী ফজলুল হক উইমেন্স কলেজ, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ ।	অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সোনারগাঁও কাজী ফজলুল হক উইমেন্স কলেজের বিভিন্ন খাত হতে ৮৬,৪০,১৮৪/-টাকা আত্মসাত ।
৪	ডবলমুরিং (চট্রগ্রাম) মডেল থানা মামলা নং-২৬, তাং-	শেখ আকরাম হোসেন, প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট, কাষ্টমস এক্সাইজ ও	দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৯২,৭৩,১৮৫/-টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন ও

	১৬/১০/২০১১ইং, ধারা-দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা।	ভ্যাট, টেকনাফ, কক্সবাজার (বর্তমানে-এলপিআর)।	১,৯৪,৪৩,৪৩৭/- টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ।
৫	রমনা মডেল থানা মামলা নং-১৬, তাং-০৮/১২/২০১১ইং, ধারা-দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারাসহ দঃবিঃ ১০৯ ধারা।	(১) মোঃ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা। (২) মিসেস সালমা জেসমিন, স্বামী-মোঃ মিজানুর রহমান, গ্রাম-আজমেহেরপুর, থানা-বাঘারপাড়া, জেলা- যশোর।	পরস্পর যোগসাজশে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৫৮,২২,৫৪৩/- টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন এবং ৩৭,১৩,৮৫০/- টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জনের তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে প্রদর্শন না করে গোপন করার অভিযোগ।
৬	কোতয়ালী (চট্ট:) থানা মামলা নং-৩২ তারিখ-১৩/৯/২০১২ ধারা-দ-বিধির ১৬৬/১৬৭/২১৭/ ৪৭৭(ক) / ১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।	জনাব মো: ইউসুফ আলী মৃধা, প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম ও অন্য ৭জন।	বাংলাদেশ রেলওয়ের (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম এর অধীনে ফুয়েল চেকার ও সহকারী কেমিস্ট পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহাপূর্বক নিয়োগ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার খাতা ও শিক্ষকদের টেবুলেশন শীটে ফলাফল কাটাকাটি/ঘষামাজা/গড়মিল করে জেলা কোটা সঠিকভাবে অনুসরণ না করে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে নিয়োগ না করে ফেল করা প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদানের অভিযোগ
৭	সুত্রাপুর থানা মামলা নং-১১ তারিখ-০৫/৯/২০০২। ধারা-দ-বিধির ২০১/২১৭/ ২১৮/ ৪০৯/ ৪২০/ ৪৬৫/ ৪৬৬/ ৪৬৭/ ৪৭৭(ক)/ ১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।	জনাব মো: শহীদুল ইসলাম, প্রোপাইটর মেসার্স এশিয়ান গার্মেন্টস, সুত্রাপুর, ঢাকা ও অন্য ১ জন।	এশিয়ান গার্মেন্টস এর নামে কাপড় আমদানী করে পোষাক তৈরীপূর্বক রপ্তানী না করে কালোবাজারে বিক্রয় করে সরকারের ৩০,৬৯,৫৩,১৬৮/- টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ।
৮	নারায়ণগঞ্জ থানা মামলা-২৮ তারিখ-২০/০৩/৯৫ ধারা-৪০৬/৪২০/ ৪৬৭/ ৪৬৮/৪৭১/১০৯ দ-বিধি।	জনাব মোশাররফ হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স আজমিরীগঞ্জ ফিস ইন্ডাষ্ট্রিজ লি:, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।	মেসার্স আজমিরীগঞ্জ ফিস ইন্ডাষ্ট্রিজ লি: বিদেশে মাছ রপ্তানীর নামে ভূয়া রেকর্ডপত্র তৈরীপূর্বক সোনালী ব্যাংক লি:, নারায়নগঞ্জ শাখা থেকে ৫,২১,৮০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণপূর্বক আত্মসাত করার অভিযোগ।
৯	মতিঝিল থানা মামলা নং-১০৫ তারিখ-২৯/১২/২০০৬ ইং, ধারা-দ-বিধির ৪০৯/৪২০/১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।	জনাব শাহ মো: হারুন, সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লি: প্রিন্সিপাল শাখা, মতিঝিল, ঢাকা ও অন্য ৬ জন।	ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খুলে ১,০০,০০,০০০/- টাকার ঋণ প্রদান দেখিয়ে উত্তোলনপূর্বক আত্মসাতের অভিযোগ।
১০	রমনা মডেল থানা মামলা নং-৪৯ তারিখ-২৭/৮/২০১২ ধারা-দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা।	শেখ আব্দুল হালিম, সাবেক হিসাব রক্ষক, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লি:, কাওরান বাজার, ঢাকা।	দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ২৫,৫৭,০৪৯/- টাকার সম্পদের তথ্য গোপন এবং ৬৭,০৯,৯২৯/৫২ টাকার জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ।

আইন-আদালত

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে মোট ৩৩১১ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তম্মধ্যে ২৫৭৪ টি মামলার বিচার কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে এবং মহামান্য হাইকোর্টের আদেশে ৭৩৭ টি মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। বর্তমানে উচ্চ আদালতে ১২৫৩

টি রিট, ৭০০ টি ফৌজদারী বিবিধ মামলা ও ১৪৩ টি আপীল মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া মহামান্য উচচ আদালত কর্তৃক ০৯ টি মামলার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারকৃত কয়েকটি মামলার বিবরণ

ক্রমিক নং	আদালতের মামলা নম্বর	থানার মামলা নম্বর	আসামীর নাম	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের তারিখ
০১	ক্রিমিনাল মিস কেস নং-৪৭১০৫/২০১২	মতিঝিল থানা মামলা নং-৬০ তারিখ-২৯/১১/২০১০	জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন মোল্লা, ম্যানেজার, জনতা ব্যাংক লি:, পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা।	০৬/১০/২০১৩
০২	ক্রিমিনাল রিভিশন নং ১২৫৯/২০১২	মতিঝিল থানা মামলা নং-৬০ তারিখ-২৯/১১/২০১০	মোছা: বছিরাতুন নাহার, নির্বাহী অফিসার, জনতা ব্যাংক লি:, পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা।	০৬/১০/২০১৩
০৩	রিট পিটিশন নং-৭১৬১/২০১০	মতিঝিল থানা মামলা নং-৩১ তারিখ-১৩/১২/২০০৩	মো: সিদ্দিক হোসেন, মিটার রিডার, ডেসা, ঢাকা।	০৭/১০/২০১৩

জুলাই/১২-সেপ্টেম্বর/১৩ মাসে দুর্নীতি দমন কমিশনের ৫৬ টি মামলার রায় দিয়েছেন বিচারিক আদালত। তম্মধ্যে ১৯ টি মামলায় সাজা এবং ৩৭টি মামলায় আসামীগণ খালাস পেয়েছেন।

সাজাপ্রাপ্ত কয়েকটি মামলার বিবরণ

ক্রমিক নং	মামলা নং ও ধারা	আসামীর নাম	অভিযোগের বিবরণ	সাজার বিবরণ
১	মতলব (চাঁদপুর) থানা মামলা নং-০১(০৯)৯১ ধারা-৪০৯/৪০৬/৪৭১/ ১০৯ দঃ বিঃ ও ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।	আলতাফ হোসেন, জুনিয়র অডিটর, উপজেলা অর্থ অফিস এবং অন্যান্য, মতলব, চাঁদপুর।	সরকারী ৩,৯৫,৫৬৭/০৭ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ	আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করা হয়েছে।
২	পাহাড়তলী (চট্ট:) থানা মামলা নং- ১৯(০৪)২০০৩ ধারা-১৯৫৭ সনের দুর্নীতি দমন আইনের ৪(২) ও ৫(১)।	জনাব মোহাম্মদ হোসেন, প্রাক্তন ক্যাশিয়ার টি এন্ড টি বোর্ড, চট্রগ্রাম ও মিসেস শাহানা চৌধুরী।	জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ।	আসামী জনাব মোহাম্মদ হোসেন এর ১১ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ৫০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং আসামী মিসেস শাহানা চৌধুরীর ০৯ বছর সশ্রম কারাদন্ড ৫০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৩	মেট্রো বিঃ মামলা নং- ২৫২/২০১০ ধারা-১৬১ দঃ বিঃ ও ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।	মোঃ রকিবুল হাসান এস আই, মিরপুর থানা, ঢাকা।	ঘুষ গ্রহনের অভিযোগ	আসামী মোঃ রকিবুল হাসান, এস আই, মিরপুর থানা, ঢাকার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ০২ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০,০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০২ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান।
৪	ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) থানা মামলা নং- ২৮(০১)২০০১ ধারা-৪০৯/১০৯/ ৪২০/ ৪৬৭/৪৬৮ দঃ বিঃ ও ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।	মোঃ মফিজ উদ্দিন, সভাপতি, মাগুরজোড়া কৃষক সমবায় সমিতি, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য।	অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ।	মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় আসামীদের ০৪ (চার) বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ০২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।
৫	ডবলমুরিং (চট্রগ্রাম) থানা মামলা নং- ২৮(০৮)২০১০ ধারা-দুর্নীতি দমন আইনের ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা।	জনাব আব্দুল কুদ্দুছ, এপ্রেইজার, চট্রগ্রাম কাষ্টম হাউজ, চট্রগ্রাম।	জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ।	আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ০৩ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদানসহ অবৈধ ভাবে অর্জিত ২৫,২৮,০০০/- টাকার সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
৬	বাগেরহাট থানা মামলা নং-২৯(১০)২০০৩ ধারা-৪২০/৪০৯/৪৬৭/ ৪৬৮/১০৯ দঃ বিঃ	রমেন কুমার ব্যানার্জী, সার্টিফিকেট সহকারী, বাগেরহাট কালেক্টরেট, বাগেরহাট।	সরকারী অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ।	আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ১২ (বার) বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ৪,১৪,৯৪৮/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ বছরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।
৭	জলঢাকা থানা মামলা নং-১৬(১০)৮৯ ধারা-৪০৯ ও ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা।	জনাব মোঃ হামিদুল হক, খাদ্য পরিদর্শক, জলঢাকা খাদ্য গুদাম, লালমনিরহাট।	দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ।	আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ০২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ০৩ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০২ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেছেন।
৮	কিশোরগঞ্জ থানার মামলা নং-৩৭(১২)২০১০ ধারা-৪০৯/১০৯/৪২০/ ২০১ দঃ বিঃ দঃ বিঃ ও	জনাব আনিছুর রহমান, পেশকার, সেটেলমেন্ট অফিস, কিশোরগঞ্জ।	দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতিসাধনের	আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ০২ (দুই) বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

	১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা ।		অভিযোগ ।	

গত ৩ সেপ্টেম্বর/২০১৩ তারিখে মাদারীপুরে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক ড. মো: শামসুল আরেফিন ।